জাতীয় গ্রন্থাগার আইন-২০১৭

যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন, তথ্যসামগ্রী সংগ্রহ, স্থায়ী সংরক্ষণ, তথ্যসেবা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :

ক) এই আইনটি **'জাতীয় গ্রন্থাগার আইন-২০১৭'** নামে অভিহিত হইবে।

খ) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। আইনের প্রাধান্য :

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। সংজ্ঞা : বিষয়বস্তু ও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে এই আইনে -

(ক) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' অর্থ ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার'।

(খ) 'অধিদপ্তর' অর্থ ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর'।

(গ) 'গ্রন্থাগার সামগ্রী' অর্থ বই, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, পাণ্ডুলিপি, চর্যাপদ, চর্যাগীত, ডকুমেন্টারি, সংবাদপত্র, সংগীত-সুর, ম্যাপ, জার্নাল, প্যামপ্লেট, ছবি, উপাত্ত, অডিও ভিডিও সামগ্রী এবং ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণ ও প্রক্রিয়াজাত তথ্যসামগ্রী ইত্যাদি।

(ঘ) 'মুদ্রিত প্রকাশনা' অর্থ যে কোন গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র অথবা যান্ত্রিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত বা প্রচারিত উপকরণ।

(ঙ) 'মহাপরিচালক' অর্থ ধারা ৬ অনুযায়ী জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর প্রধান।

(চ) 'পরিচালক' অর্থ ধারা ৭ অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগার এর পরিচালক।

(ছ) 'কর্মকর্তা/কর্মচারী' অর্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(জ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীতব্য 'বিধি'।

৪। প্রতিষ্ঠা ও কার্যালয় :

এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে সরকার কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার নামে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে যাহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় এবং প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর :

ইতঃপূর্বে সরকার কর্তৃক জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (Department of National Archives and National Library)' নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যাহার প্রধান একজন মহাপরিচালক।

৬। মহাপরিচালক নিয়োগ :

জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের প্রধান মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে থাকিবেন।

৭। পরিচালক নিয়োগ :

জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবেন। যাহারা অধিদপ্তর হইতে পদোন্নতি/সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিচালকের দায়িত্বসহ অন্যান্যদের দায়িত্ব বন্টণ করিবেন।

৮। জাতীয় গ্রন্থাগারের শাখাসমূহ (সেকশন): ১. সংগ্রহ শাখা (Acquisition Section) ২. প্রক্রিয়াকরণ শাখা (Technical Processing Section) ৩. রেফারেন্স শাখা (Reference Section) ৪. পাঠ কক্ষ (Reading Room) ৫. সংরক্ষণ শাখা (Preservation Section) ৬. গবেষণা শাখা (Research Section) ৭. গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন শাখা (Bibliography Section) ৮. পুস্তক বিনিময় শাখা (Book Exchange Section) ৯. প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা (Publication and Training Section) ১০. প্রশাসনিক শাখা (Administrative Section) ১১. সাময়িকী শাখা (Journal Section) ১২. ডিজিটাল তথ্যসেবা শাখা (Digital Service Section)।

৯। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি :

(ক) সাধারণ -

(১) জাতীয় গ্রন্থাগার দেশের সকল ধরনের প্রকাশনা জমা, গ্রহণ, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করিবে। ইহা ছাড়া বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং বাংলাদেশি লেখক কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে।

(২) জনগুরুত্বপূর্ণ দেশি বিদেশি দলিল ও সাহিত্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করিবে।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রকাশ এবং দেশে বিদেশে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) অটিস্টিক জনগণ ও শিশুদের চাহিদা মেটানোর জন্য পাঠ সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক পাঠাভ্যাস সৃষ্টির ব্যবস্থা করিবে।

(৫) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে বাতিলকৃত বইসমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে।

(৬) সকল গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক/সহকারী গ্রন্থাগারিকদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে।

(৭) দেশি বিদেশি বহু পুরাতন বই প্রদর্শন ও বইমেলার আয়োজন করিবে।

(৮) ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রণয়ন ও সমন্বয় করিবে এবং সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার ধার ব্যবস্থা সমন্বয় করিবে।

(৯) জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

(১০) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নতুন প্রজন্মের পাঠাভ্যাস সৃষ্টি করিবে।

(১১) তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, ইন্টার্নশীপ ও ডিপ্লোমা/ডিগ্রী প্রদান করিবে।

(১২) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' এর জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সিলমোহর থাকিবে এবং কোন তথ্যসামগ্রিতে উক্ত সিলমোহরাংকিত থাকিলে তাহা জাতীয় গ্রন্থাগারের বৈধ দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' এর সিলমোহর পরিচালকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং তিনি বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জাতীয় গ্রন্থাগারের কোন কার্যে এই সিলমোহর ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(১৪) জাতীয় গ্রন্থাগারের সিল মোহরাংকিত তথ্যসামগ্রীজাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(১৫) জাতীয় গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক পুস্তক বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিবে।

(খ) সংগ্রহ, উন্নয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ -

(১) দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রকাশিত বাংলাদেশ ও তাহার জনগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্যসামগ্রীর সমন্বয়ে জাতীয় সংগ্রহ গড়িয়া তোলা, সংগ্রহের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সহযোগে প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের কপিরাইট আইন ও ইহার আওতায় ই-বুকসহ দেশে প্রকাশিত সকল প্রকার সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করিবে।

(৩) জাতীয় সংগ্রহের যেই সামগ্রীগুলি স্থায়ী সংরক্ষণের অনুপযোগী অর্থাৎ বিনষ্টযোগ্য হইবে সেই সামগ্রীগুলি মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বিনষ্ট করা হইবে।

(গ) সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান -

(১) নির্বাচিত ও উপযোগী গ্রন্থাগার সামগ্রি দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচলিত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণসহ আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: কম্পিউটার, সিডি, ডিভিডি, স্ক্যানিং, অটোমেশন, ডিজিটাইজেশন, মাইক্রোফিল্ম, লেমিনেশন ও অন্যান্য যুগোপযোগী প্রযুক্তি প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগার স্থায়ী সংরক্ষণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবে এবং গবেষণার প্রয়োজনে গবেষকগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে ।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সকল তথ্যসামগ্রীর সরকারি রক্ষক (কাস্টডিয়ান) হিসাবে জাতীয় গ্রন্থাগার কাজ করিবে ।

(ঘ) তথ্যসেবা প্রদান -

(১) নিয়মিতভাবে ও আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশনা হইতে বিশেষ ব্যবহারকারীদের রেফারেন্স ও বিবলিওগ্রাফিক তথ্যসেবা প্রদান করিবে ।

(২) মানসম্মত ও সময়োপযোগী তথ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সার্ভিস চার্জ, ফি ও প্রকাশনার মূল্য আদায় করিবে ।

(৩) কর ব্যতীত রাজস্ব (নন ট্যাক্স রেভিনিউ) সংগ্রহের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থের মাধ্যমে সেবা দিতে হইবে ।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগার তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠক ও গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করিবে ।

(৫) বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দুস্প্রাপ্য বই, পাণ্ডুলিপি, ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রীর সমন্বয়ে জাতীয় সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধশালী ও আধুনিকীকরণ করিবে এবং পাঠক ও গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করিবে ।

(৬) সহজ ও দ্রুত তথ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মানসম্মত ও উন্নত তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহ অথবা সংগ্রহের অংশকে অটোমেশন, ডিজিটাইজেশন ও তথ্য প্রযুক্তির আওতাভুক্ত করিবে ।

(৭) জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহসমূহকে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল ক্যাটালগ তৈরি করত পাঠক ও গবেষকগণের জন্য Online Public Access Catalogue (OPAC) বাস্তবায়ন করিবে ।

(৮) সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগার ইহার দৈনন্দিন গ্রন্থাগার সেবার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে ।

(ঙ) সমন্বয়মূলক -

(১) দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি, সেবা ও পেশার উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করিবে ।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদেরকে পাণ্ডুলিপি জমাদান সাপেক্ষে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার (ISBN) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানক অনুযায়ী এককভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য মৌলিক সনাক্তকরণ নম্বর বা নাম প্রদান করিবে ।

(৩) সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) স্পন্সরশীপের মাধ্যমে যে কোন উন্নয়নমূলক, প্রচারণামূলক, প্রশিক্ষণমূলক, ডিজিটাইজেশন, ই-বুক ক্রয়, বই প্রদর্শন ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থাগার আয়োজন করিতে পারিবে।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগার, দেশ ও সরকারের স্বার্থ পরিপন্থী না হইলে দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের যে কোন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত বিষয়ে যোগাযোগ/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ ওয়াকর্শপ/কনফারেন্স/মিটিং এর আয়োজন এবং অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও সমন্বয়ে কাজ করিবে।

১০। **বীমা (ইন্স্যুরেন্স):**

গ্রন্থাগারে যে সমস্ত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি, জার্নাল, সাময়িকী, সাহিত্য, চর্যাপদ, চর্যাগীত, তালপাতার লেখা ইত্যাদি সংরক্ষিত রহিয়াছে। সর্বাধিক নিরাপত্তার কারণে (ভূমিকম্প/অগ্নিকাণ্ড) সরকার এই সকল সংগ্রহের বীমা (ইন্স্যুরেন্স) করিতে পারিবে।

১১। **জাতীয় সম্পদ সংগ্রহ :**

(১) দেশের যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসমূহ জাতীয়ভাবে সংরক্ষণের স্বার্থে ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহ করিবে।

(২) ISBN প্রাপ্ত লেখক বা প্রকাশকগণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রকাশনার এক কপি জাতীয় স্বার্থে স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা প্রদান করিবে।

১২। **দণ্ড :**

(১) যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কোন বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, ম্যাপ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি বিকৃত করেন, ছিঁড়িয়া ফেলেন, ধ্বংস করেন বা ক্ষতিগ্রস্থ করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধান অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনভাবে সরকারি সংগ্রহ বিনষ্ট করেন অথবা আত্মসাৎ করেন বা বিদেশে পাচার করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট বহু পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পুঁথি, চর্যাপদ, চর্যাগীত ইত্যাদি থাকিলে জাতীয় গ্রন্থাগার এ সকল পুস্তকাদির ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে সংগ্রহ করিতে পারিবে। যদি কেহ তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহা হইলে এই আইনের অধীনে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে ১৮৬০ সনের দন্ডবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাইবে।

১৩। **পরিচালকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপিল :**

পরিচালকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত হইবার ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। কোন অনুলিপি ও উদ্ধৃতাংশের প্রমাণীকরণ :

পরিচালকগণ বা তাহাদের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সরকারি তথ্যসামগ্রী, ডকুমেন্টস বা পাণ্ডুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া নিশ্চয়তা সনদ প্রদান করিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের দাপ্তরিক সিলমোহর যুক্ত করিলে উক্ত তথ্যসামগ্রী, ডকুমেন্টস বা পাণ্ডুলিপি কোন আদালতে যেইরূপ ও যতটা গ্রহণযোগ্য হইত, উহা সাক্ষ্য হিসাবে ততটাই গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৬। রহিতকরণ ও হেফাজত :

(ক) এই আইন জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংক্রান্ত সকল আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম কানুন, বিধি এতদ্দ্বারা বিলুপ্ত হইবে।

(খ) সরকারি নির্দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো আদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অথবা চলমান কোনো কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(গ) এই আইন জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সকল সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাহারা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ স্থানান্তরের পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একই শর্তে জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকরিতে নিয়োজিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(ঙ) কোন সম্পত্তি বা ডকুমেন্টস এর মালিকানা নিয়া জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আরকাইভসের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

(চ) এই আইনের অধীনে দুইটি পৃথক সত্তা না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারের চলমান/স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

১৭। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ :

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

যেহেতু বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন, তথ্যসামগ্রি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :

ক) এই আইনটি **'জাতীয় গ্রন্থাগার আইন-২০১৫'** নামে অভিহিত হইবে।

খ) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। আইনের প্রাধান্য :

আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। সংজ্ঞা : বিষয়বস্তু ও প্রসঙ্গ হইতে ভিন্ন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে এই আইনে -

(ক) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার'।

(খ) 'অধিদপ্তর' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর'।

(গ) 'গ্রন্থাগার সামগ্রি' অর্থ বই, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, পা-ুলিপি, ডকুমেন্টারি, সংবাদপত্র, সংগীত-সুর, ম্যাপ, জার্নাল, প্যামপ্লেট, ছবি, উপাত্ত, অডিও ভিডিও সামগ্রি এবং ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণ ও প্রক্রিয়াজাত তথ্য সামগ্রি।

(ঘ) 'মুদ্রিত প্রকাশনা' অর্থ যে কোন গ্রন্থ, ম্যাগাজিন, প্রচারপত্র, সংবাদপত্র অথবা যান্ত্রিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত বা প্রচারিত উপকরণ।

(ঙ) 'উপদেষ্টা পরিষদ' অর্থ এই আইনের অধীন ৫ ধারায় গঠিত জাতীয় গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ।

(চ) 'মহাপরিচালক' অর্থ ধারা ৭ অনুযায়ী আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর প্রধান।

(ছ) 'পরিচালক' অর্থ ধারা ৮ অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগার এর পরিচালক।

(জ) 'কর্মকর্তা/কর্মচারী' অর্থ জাতীয় গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক কাঠামোতে উল্লিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(ঝ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীতব্য 'বিধি'।

৪ । প্রতিষ্ঠা ও কার্যালয় :

এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার নামে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করিবে যাহার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে ।

৫ । উপদেষ্টা পরিষদ :

সরকার এই আইনটি অধিকতর কার্যকর করিবার নিমিত্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য অন্যূন নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে ।

৬ । আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, 'আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর (Department of Archives and Libraries)' নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহাপরিচালক ।

৭ । মহাপরিচালক নিয়োগ :

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরে একজন মহাপরিচালক থাকিবেন । তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে । মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর দায়িত্বে থাকিবেন ।

৮ । পরিচালক নিয়োগ :

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবেন । অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিচালকের দায়িত্ব বন্টন করিবেন ।

৯ । জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি :

এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে জাতীয় গ্রন্থাগার এর কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে :

(ক) সাধারণ -

(১) জাতীয় গ্রন্থাগার দেশের সকল ধরনের প্রকাশনা জমা, গ্রহণ, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করিবে । ইহা ছাড়া বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং বাংলাদেশি লেখক কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে ।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগার নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রকাশ এবং দেশে বিদেশে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।

(৩) বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিবে ।

(৪) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' এর জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সিলমোহর থাকিবে এবং কোন তথ্যসামগ্রিতে উক্ত সিলমোহরাংকিত থাকিলে তাহা জাতীয় গ্রন্থাগারের বৈধ দলিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

(৫) 'জাতীয় গ্রন্থাগার' এর সিলমোহর পরিচালকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং তিনি বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা জাতীয় গ্রন্থাগারের কোন কার্যে এই সিলমোহর ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় গ্রন্থাগারের সিলমোহরাংকিত তথ্যসামগ্রি জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৭) তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ইন্টার্নশীপ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) সংগ্রহ, উন্নয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ -

(১) দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রকাশিত বাংলাদেশ ও তাহার জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্যসামগ্রির সমন্বয়ে জাতীয় সংগ্রহ গড়িয়া তোলা, সংগ্রহের উন্নয়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি সহযোগে প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের কপিরাইট আইন ও এর আওতায় ই-বুকসহ দেশে প্রকাশিত সকল প্রকার সৃজনশীল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সংগ্রহ নিশ্চিত করিতে বাধ্যতামূলক জমাদান বিধি বলবৎ করিবে ।

(৩) জাতীয় সংগ্রহের যে সামগ্রিগুলি স্থায়ী সংরক্ষণ অনুপযোগি অর্থাৎ বিনষ্টযোগ্য মনে হইবে সংগ্রহের সে সামগ্রিগুলি উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পরামর্শে মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে বিনষ্ট/ছাঁটাই করা হইবে এবং পরবর্তীতে তাহা বিনামূল্যে বিতরণ করা যাইবে।

(গ) সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান -

(১) নির্বাচিত ও উপযোগি গ্রন্থাগার সামগ্রি দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রচলিত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণসহ আধুনিক প্রযুক্তি যেমন: কম্পিউটার, সিডি, ডিভিডি, স্ক্যানিং, অটোমেশন, ডিজিটাইজেশন, মাইক্রোফিল্ম, লেমিনেশন ও অন্যান্য যুগোপযোগি প্রযুক্তি প্রয়োগ করিয়া দীর্ঘস্থায়ী সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগার স্থায়ী সংরক্ষণের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিতে পারিবে, তবে পাঠক/গবেষকদের জন্য তাহা উন্মুক্ত থাকিবে না।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগার ইহাতে রক্ষিত সকল তথ্যসামগ্রির রক্ষক (কাস্টডিয়ান) হিসেবে কাজ করিবে।

(ঘ) তথ্যসেবা প্রদান -

(১) নিয়মিতভাবে ও আধুনিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশনা হইতে বিশেষ ব্যবহারকারীদের রেফারেন্স ও বিবলিওগ্রাফিক তথ্যসেবা প্রদান করিবে।

(২) মানসম্মত ও সময়োপযোগি তথ্যসেবা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সার্ভিস চার্জ, ফি ও প্রকাশনার মূল্য আদায় ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিবে।

(৩) কর ব্যতীত রাজস্ব (নন ট্যাক্স রেভিনিউ) সংগ্রহের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থের মাধ্যমে সেবা দিতে হইবে।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগার তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠক ও গবেষকদের তথ্যসেবা প্রদান করিবে।

(৫) বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দুষ্প্রাপ্য বই, পা-ুলিপি, ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রির সমন্বয়ে গড়িয়া উঠা জাতীয় সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধশালী ও আধুনিকীকরণ করিবে।

(৬) সহজ ও দ্রুত তথ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে মানসম্মত ও উন্নত তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার সংগ্রহ অথবা সংগ্রহের অংশকে অটোমেশন, ডিজিটাইজেশন ও তথ্য প্রযুক্তির আওতাভুক্ত করিবে।

(৭) সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগার ইহার দৈনন্দিন গ্রন্থাগার সেবার সময়সীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(ঙ) সমন্বয়মূলক -

(১) দেশের সামগ্রিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি, সেবা ও পেশার উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদেরকে প্রশিক্ষণ, সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশের লেখক ও প্রকাশকদেরকে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার (ISBN) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানক অনুযায়ী এককভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য মৌলিক সনাক্তকরণ নম্বর বা নাম প্রদান করিবে।

(৩) সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) স্পন্সরশীপের মাধ্যমে যে কোন উন্নয়নমূলক, প্রচারণামূলক, প্রশিক্ষণমূলক, ডিজিটাইজেশন, ই-বুক ক্রয়, বই মেলা ইত্যাদি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।

(৪) দেশ ও সরকারের স্বার্থ পরিপন্থি না হইলে দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের যে কোন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত বিষয়ে যোগাযোগ করিতে পারিবে।

(৫) বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করিবে।

১০। দ- :

(১) যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কোন বই, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন, জার্নাল, ম্যাপ, পা-ুলিপি ইত্যাদি বিকৃত করেন, ছিঁড়িয়া ফেলেন বা ক্ষতিগ্রস্থ করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে ১০ হাজার টাকা অর্থদ- দ-িত হইবেন।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোন বিধিমালার বিধান অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনভাবে সরকারি সংগ্রহ বিনষ্ট করেন অথবা আত্মসাৎ করেন বা পাচার করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীনে অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- দ-িত হইবেন অথবা দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের ক্ষেত্রে ১৮৮৯ সনের ফৌজদারি দ-বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাইবে।

১১। পরিচালকের সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপীল :

পরিচালকের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অবগত হইবার ১৪ দিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ে মহাপরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। কোন অনুলিপি ও উদ্ধৃতাংশের প্রমাণীকরণ :

পরিচালকগণ বা তাহাদের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সরকারি তথ্যসামগ্রি, ডকুমেন্টস বা পা-ুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া নিশ্চয়তা সনদ প্রদান করিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের দাপ্তরিক সিলমোহর যুক্ত করিলে উক্ত তথ্যসামগ্রি, ডকুমেন্টস বা পা-ুলিপি কোন আদালতে যেইরূপ ও যতটা গ্রহণযোগ্য হইত, উহা সাক্ষ্য হিসাবে ততটাই গ্রহণযোগ্য হইবে।

১৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা :

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৪। রহিতকরণ ও হেফাজত :

(ক) এই আইন জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংক্রান্ত সকল আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম কানুন, বিধি এতদ্বারা বিলুপ্ত হইবে।

(খ) সরকারি নির্দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো আদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অথবা চলমান কোনো কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(গ) এই আইন জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সকল সম্পদ, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঘ) আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সরকারের অনুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থানান্তরিত হইবেন এবং তাহারা জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্তরূপ স্থানান্তরের পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, সরকার বা আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত একই শর্তে জাতীয় গ্রন্থাগারের চাকরিতে নিয়োজিত বলে গণ্য হইবেন।

(ঙ) কোন সম্পত্তি বা ডকুমেন্টস এর মালিকানা নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার ও জাতীয় আরকাইভসের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

(চ) এই আইনের অধীনে দুইটি পৃথক সত্তা না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ী জাতীয় গ্রন্থাগারের চলমান/স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

১৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ :

(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে ।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে ।